কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি কৌশিক চন্দা

২০২২-এর ডব্লিউ. পি. এ. নম্বর ২৮৮৭০

সমীরন মণ্ডল

-বনাম-

বিশ্ব-ভারতী এবং অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্যঃ	শ্রী সামিম আহমেদ,আইনজীবী
	শ্রী অর্ক মাইতি, আইনজীবী
	শ্রীমতী আবমিয়া খাতুন,আইনজীবী
উত্তরদাতাদের জন্যঃ	শ্রী ভিক্টর চ্যাটার্জি, আইনজীবী
শুনানি শেষ হয়েছেঃ	১১.০৭.২০২৩
রায়ঃ	৩০.১১.২০২৩

<u>বিচারপতি ,কৌশিক চন্দা :-</u>

রিট আবেদনকারী বিশ্বভারতীতে শারীরিক শিক্ষা বিভাগের একজন অধ্যাপক। ৬ই অক্টোবর, ২০২১ তারিখের একটি আদেশে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রক্টরের / কার্যাধিক্ষ ভূমিকা অর্পণ করে। প্রক্টর হলেন সেই কর্মকর্তা, যিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনি হস্টেলের শিক্ষার্থীদের নিকটতম কর্তৃপক্ষ। ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিভিন্ন বিষয়ে আন্দোলন শুরু করে।

২. বিশ্ববিদ্যালয় অভিযোগ করেছে যে আবেদনকারীকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০২২-এ শুরু হওয়া সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলায় কিছু আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে দেখা করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু আবেদনকারী আদেশটি মেনে নেননি এবং প্রক্টর পদ থেকে পদত্যাগের একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তিনি উপাচার্যের আদেশ মেনে চলতেও অস্বীকার করেছিলেন।

৩. বিশ্ববিদ্যালয় আবেদনকারীর উপরোক্ত কথিত আচরণকে দায়িত্ব এড়ানো, কর্তব্যে অবহেলা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আদেশ অমান্য হিসাবে বিবেচনা করে। তদনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয় আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ জারি করে। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল এবং তদন্ত শেষ হওয়ার পরে কমিটি তার প্রতিবেদন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জমা দেয় আগস্ট ৪,২০২২।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদ তদন্ত প্রতিবেদনটি বিবেচনা করে এবং তিন বছরের জন্য সঞ্চিত প্রভাব এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব, তিন বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলির সদস্যপদ থেকে নিষিদ্ধকরণ সহ তিন বছরের জন্য বেতনের সময়সীমা এক পর্যায়ে কমিয়ে নিম্ন পর্যায়ে আনার একটি বড় জরিমানার প্রস্তাব দেয়।

৫. আবেদনকারীকে প্রস্তাবিত জরিমানার বিষয়ে লিখিতভাবে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তদন্ত প্রতিবেদনটিও তাকে দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী ১১ অক্টোবর, ২০২২ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে তার উত্তর দিয়েছিলেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ অবশ্য তার উত্তর বিবেচনা করার পরে প্রস্তাবিত শাস্তি নিশ্চিত করেছে।

৬. বিতর্কিত শৃঙ্খলামূলক কার্যধারাকে আঘাত করার জন্য, আবেদনকারী যুক্তিগুলির একটি লিখিত নোট দাখিল করে জমা দিয়েছেন যে তদন্ত প্রক্রিয়ার মৌলিক ন্যায্যতার অভাব রয়েছে। আবেদনকারী জোর দিয়ে বলেছেন যে তদন্তের পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য চাওয়া সত্ত্বেও কিছুই সরবরাহ করা হয়নি। প্রতিষ্ঠিত আইনি নীতি লঙ্ঘন করে আবেদনকারীকে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের জেরা করা থেকে বিরত রেখে এক দিনের মধ্যে তদন্ত নিজেই তাড়াহুড়ো করে পরিচালিত হয়েছিল। এই ধরনের জমা দেওয়ার সমর্থনে, আবেদনকারী **এআইআর ১৯৬৩ এসসি ১৯১৪ (সুর এনামেল এবং স্ট্যাম্পিং ওয়ার্কস লিমিটেড বনাম ওয়ার্কম্যান)**-এ রিপোর্ট করা রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

৭. আবেদনকারী আরও যুক্তি দেন যে তদন্ত প্রতিবেদনে কোনও প্রমাণ নেই, যেখানে কেবল কথিত তথ্যের বর্ণনা রয়েছে। নয়টি পৃষ্ঠার মধ্যে কেবল একটিতে কথিত তথ্য রয়েছে, যা

প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। প্রমাণ এবং অভিযোগের মধ্যে সম্পর্কের এই অভাব পুরো প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ন করে।

৮. আবেদনকারী আবেদনকারীর প্রতিরক্ষা নিয়ে চার্জশিটে উপস্থাপিত মামলা গ্রহণের পিছনে কারণগুলি সমাধান করতে প্রতিবেদনে ব্যর্থতার কথাও তুলে ধরেছেন। ফলাফলগুলি কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা না দিয়ে কেবল তদন্ত কমিটির বিষয়গত মতামতের উপর নির্ভর করে বলে মনে হয়। তার যুক্তিকে সমর্থন করার জন্য, আবেদনকারী **(১৯৮৫) ৩ এসসিসি ৩৭৮ (অনিল কুমার বনাম প্রিসাইডিং অফিসার)**-এ বর্ণিত রায়ের উপর নির্ভর করে।

৯. আবেদনকারী যুক্তি দেখান যে আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত একটি অপরিহার্য দিক, যেমন ভাইস চ্যান্সেলরের নির্দেশ অনুসরণ করে চরম চাপের মধ্যে পদত্যাগ করা, তদন্ত কমিটি এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ উভয়ই উপেক্ষা করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বিবেচনা করতে ব্যর্থতা সমস্ত প্রাসঙ্গিক কারণের মূল্যায়নে একটি ত্রুটি প্রদর্শন করে।

১০. আবেদনকারী যুক্তি দেখান যে, চরম চাপের মধ্যে দেওয়া পদত্যাগকে একটি স্বেচ্ছাসেবী কাজ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। উপরন্তু, তদন্ত প্রতিবেদনটি, আবেদনকারীর অধ্যবসায়ী কর্মক্ষমতা স্বীকার করার সময়, আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য ক্ষতি সম্পর্কে গোপনীয় তথ্য সহ চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়।

১১. অধিকন্তু, আবেদনকারী পরিস্থিতির গুরুত্বের প্রমাণ হিসেবে অভিযোগপত্র জারির পরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের পদত্যাগের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

১২. আবেদনকারী দাবি করেছেন যে **(২০১০) ১৩ এস. সি. সি ৪২৭ (ওরিক্স ফিশারিজ প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া)**-এ বর্ণিত রায়ের উপর নির্ভর করে পুরো কার্যধারা পক্ষপাতিত্ব এবং পূর্বনির্ধারণে পক্ষপাত দুষ্ট হয়েছিল।

১৩. সবশেষে, আবেদনকারী যুক্তি দেখান যে প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলির সদস্যপদ থেকে নিষেধাজ্ঞার আরোপিত জরিমানা শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার অতিক্রম করে। **(২০১২) ৫ এসসিসি ২৪২ (বিজয় সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য)-এ** রিপোর্ট করা রায়ের উপর রাখা হয়েছে।

১৪. এর বিপরীতে, বিশ্ববিদ্যালয় জমা দেয় যে আবেদনকারী ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে উচ্চ রক্তচাপের দীর্ঘ ইতিহাস স্বীকার করে প্রক্টরের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। এই সিদ্ধান্তের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের যে কোনও অসুবিধার জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়েছিল।

১৫. বিশ্ববিদ্যালয় পরামর্শ দেয় যে প্রক্টর একটি বিধিবদ্ধ পদ এবং শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশাসনের মুখের প্রতিনিধিত্ব করে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের শান্ত করার জন্য প্রক্টরের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল এবং প্রদত্ত পরিস্থিতিতে পরিচালনার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আবেদনকারী একজন প্রক্টর হিসাবে সর্বোত্তম সম্ভাব্য ব্যক্তি ছিলেন।

১৬. কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব এবং আবেদনকারীর দায়িত্বজ্ঞাপনের জবাব থেকে আবেদনকারীর দ্বারা একটি আইনগত পদের দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা এবং ইচ্ছাশক্তির অভাব স্বীকার করা হয়েছে।

১৭. এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে তদন্তের উদ্দেশ্য ছিল অভিযোগ এবং ফলাফলের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করা। আবেদনকারীর স্বীকারোক্তি আরও প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে। বিশ্ববিদ্যালয় তার অনুপস্থিতির ন্যায্যতা প্রমাণ করে কোনও মেডিকেল তথ্য সরবরাহ করতে আবেদনকারীর ব্যর্থতা তুলে ধরে।

১৮. বিশ্ববিদ্যালয় জমা দেয় যে আবেদনকারীর দ্বারা করা ভর্তির পরিপ্রেক্ষিতে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত পরিচালিত হলে আবেদনকারী কী ভিন্ন ফলাফল বা ফলাফল দেখাতে পারতেন না। বিশ্ববিদ্যালয় **এআইআর ১৯৯৬ এসসি ১৬৬৯ (স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাতিয়ালা বনাম এস. কে. শর্মা)**-এ রিপোর্ট করা একটি রায়ের উপর নির্ভর করে।

১৯. বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তি দেয় যে শাস্তির বিতর্কিত আদেশের দ্বিতীয় অংশ আবেদনকারীর কোনও অধিকার বা পরিষেবার শর্তকে প্রভাবিত করে না।

২০. পক্ষগুলির নিজ নিজ যুক্তি বিবেচনা করার পর, আমি আবেদনকারীর উপর আরোপিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সমর্থন করতে অক্ষম।

২১. তদন্ত কমিটি যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল তা মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল তাতে অভিযোগ করা হয়েছিল যে আবেদনকারীর কাজটিকে "সিসিএস (সিসিএ) বিধি এবং বিশ্বভারতী আইন, ১৯৫১ এবং তার অধীনে তৈরি সংবিধির বিধানের ক্ষেত্রে অসদাচরণ" হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

২২. এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদ তার -এ ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ তারিখের বৈঠক, সমাধান করা হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপঃ

"স্থিরসংকল্প

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, নির্বাহী পরিষদ (কর্ম-সমিতি), বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও সংবিধি এবং উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি অধ্যাদেশ অনুসারে, যেকোনো আধ্যাত্মিক এবং অন্যান্য শিক্ষাগত কর্মী এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রার এবং সমমানের গ্রেডের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করবে।

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, অধ্যাদেশটি পাস না হওয়া পর্যন্ত, উপাচার্যকে আধ্যাত্মিক এবং একাডেমিক কর্মীদের অন্যান্য সদস্যদের এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রার এবং তদুর্ধ গ্রেডের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলামূলক কর্তৃত্ব হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব অর্পণ করা হবে এবং যথাসময়ে কর্ম-সমিতি (কার্যনির্বাহী পরিষদ) -এর কাছে রিপোর্ট করার সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন/সংবিধি/অধ্যাদেশ অনুসারে শৃঙ্খলামূলক প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমোদিত করা হবে।"

২৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ব-ভারতী আইন, ১৯৫১ বা তার অধীনে প্রণীত বিধিগুলির বিধানের অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসেস (শ্রেণীবিভাগ, নিয়ন্ত্রণ ও আপিল) বিধি, ১৯৬৫ (সংক্ষেপে, সিসিএস (সিসিএ) বিধি) অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করা উচিত ছিল। তবে, শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সিসিএস (সিসিএ) বিধিগুলির কোনও সম্মতি নেই।

২৪. তদন্ত কমিটির সামনে কোন প্রসিকিউশন সাক্ষী ছিল না আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করুন। কোনও পরীক্ষা বা জেরা ছিল না-

তদন্ত চলাকালীন কোনও রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের পরীক্ষা। শুধুমাত্র আবেদনকারীকে কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তদন্ত কমিটি কেবল কিছু নথি এবং শৃঙ্খলামূলক কার্যধারার বিরুদ্ধে আবেদনকারীর প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করেছিল।

২৫. ৩ মার্চ, ২০২২ তারিখে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে দেখা না করার জন্য আবেদনকারীর যুক্তির প্রশংসা করার কোনও চেষ্টা তদন্ত কমিটি বা শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ করেনি বলে মনে হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শুরু হওয়ার পর, আবেদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রধান, অধ্যক্ষ এবং পরিচালকদের সাথে একটি বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন, হোস্টেলের বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে রিপোর্ট করেছিলেন এবং তার পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে বিশ্ববিদ্যালয় কোনও বিতর্ক করেনি। তিনি ১ এবং ২ মার্চ ২০২২ তারিখে অধ্যক্ষ এবং পরিচালকদের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন।

২৬. স্বীকারযোগ্যভাবে, ৩রা মার্চ, ২০২২-এ আবেদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর এবং রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সাথে দেখা করার জন্য একটি ফোন কল পেয়েছিলেন।আবেদনকারী তার স্বাস্থ্যগত কারণ এবং নিরাপত্তার উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে এই ধরনের অনুরোধ মেনে নেননি।

২৭. আবেদনকারী ৫ মার্চ, ২০২২ তারিখের কারণ দর্শানোর চিঠির জবাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি গোপনীয় তথ্য পেয়েছেন যে তাকে ছাত্ররা অনির্দিষ্টকালের জন্য ঘেরাও করবে। আবেদনকারী তদন্ত কমিটির সামনে আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি উপাচার্যের অনুরোধে প্রক্টরের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।

২৮. আমার মতে, ৩রা মার্চ, ২০২২ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ওই দিন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে দেখা না করার সিদ্ধান্তকে কর্তব্যে অবহেলা বা দায়িত্ব এড়ানোর কাজ বলা যাবে না। আন্দোলনস্থলে আবেদনকারীর উপস্থিতি পরিস্থিতিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে - যার ফলে অপ্রত্যাশিত পরিণতি হতে পারে। এটা স্পষ্ট যে তদন্ত কমিটি সেই তারিখে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানানোর জন্য আবেদনকারীর দ্বারা প্রদত্ত যুক্তি পরীক্ষা করার কোনও প্রচেষ্টা করেনি। তদন্ত কমিটি এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের যথাযথ পদক্ষেপ হওয়া উচিত ছিল এই ধরনের আচরণের ন্যায্যতা অনুসন্ধান করা। এই প্রচেষ্টা গ্রহণে তাদের ব্যর্থতা শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমে একটি ভুল নির্দেশনা প্রদর্শন করে। আবেদনকারী অভিযোগকৃত কাজের কথা স্বীকার করেছেন, তবে এটি মনে রাখা অপরিহার্য যে উক্ত কাজটি নিজেই অসদাচরণ নয়।

২৯. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শুরু হওয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের শাস্তির আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হচ্ছে। রায় ঘোষণার তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে আবেদনকারীকে বার্ষিক ৮% সুদ সহ শাস্তির পর তার বেতন থেকে কেটে নেওয়া অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।

৩০. তদনুসারে, ২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এ. নম্বর ২৮৮৭০ অনুমোদিত।

৩১. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণ সাপেক্ষে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

(বিচারপতি কৌশিক চন্দা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal